



ড্যাগার

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA



JAGARAN ■ 29 October, 2019 ■ আগরতলা, ২৯ অক্টোবর, ২০১৯ ইং ■ ১১ কার্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder: J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পৃথক স্থানে যান সন্ত্রাসকে গুরুতর ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর। রাজ্যের পৃথক স্থানে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন চারজন। দীপাবলির রাতে পথ দুর্ঘটনা রাজধানীর ধলেশ্বর এলাকায়। গাড়ির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ বাইকের। ক্ষতিগ্রস্ত বাইক। আহত বাইক চালক। স্থানীয় বাসিন্দারা গাড়িটিকে আটক করে। বাইক চালকের বক্তব্য প্রাচ্য ভারতী স্কুলের দিক থেকে জেইল আশ্রম রোডে যাচ্ছিলেন তিনি। পায়ে উল্টো দিক থেকে আসা গাড়িটি সজোরে এসে ধাক্কা মারে বাইকটিকে। গাড়িতে থাকা সকলে মদমত্ত অবস্থায় ছিল বলে অভিযোগ করেন বাইক চালক। খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ। গাড়ি চালককে আটক করে নিয়ে যায়।

মেলাঘরে বাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে প্রকাশ্যে খুন এক ব্যক্তিকে, ধৃত খুনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম/ আগরতলা, ২৮ অক্টোবর। প্রকাশ্যে এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। অন্যদিকে, এক গৃহবধু নিখোঁজ হয়ে আছে। পুলিশ তাকে খুঁজে বের করতে পারছেন না। তাতে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে।

দীপাবলির ভোরে বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে এক ব্যক্তিকে নুশংসভাবে খুন করা হল। ঘটনাটি ঘটেছে মেলাঘরের পশ্চিমদিকের এডিসি ভিলেজের তৈজলিংগ্রামে। ঘটনার পর গোটা এলাকায় চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশ অভিযুক্ত খুনীকে গ্রেপ্তার করেছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের

অনুমান অভিযুক্ত যুবক মানসিক ভাবে বিকারগ্রস্ত।

সংবাদে প্রকাশ, রবিবার ভোরে অভিযুক্ত যুবক নীরঞ্জিত দেববর্মা চড়াও হয় স্থানীয় বাসিন্দা তুফান দেববর্মার বাড়ি তে। তুফান দেববর্মাকে বাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে রাস্তার পাশে নিয়ে যায়। তুফানের চিংকার চেচামেচি শুনে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সামনেই নীরঞ্জিত দেববর্মা একটি কাঠের ফালি দিয়ে তুফানের মাথায় এলোপাখড়ি আঘাত করতে থাকে। মাথা ফেটে কার্বত দুই ভাগ হয়ে যায়। রক্তজ্ঞপ্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তুফান।

গতকালই তিনি বাড়ি তে গিয়েছিলেন। স্ত্রী ও কন্যা সন্তানকে অন্যের বাড়িতে রেখে নিজের বাড়িতে ঘুমাতো গিয়েছিলেন। তার মধ্যেই এই নুশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করা হল।

এদিকে, এক যুবতী গৃহবধু নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে। পূজা জমাতিয়া, বয়স ২২। স্বামী নাম ইন্দ্র জয় নোয়াতিয়া, পেশায় শ্রমিক। ঘটনা শান্তিবাজার মহকুমায় উত্তর তাকমা ভিলেজের কপিল পাড়ায়। গত ১৬ অক্টোবর স্বামীর বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবা বাপের বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে। জানা যায় পূজা জমাতিয়া বাপের বাড়ি দুদিন থাকার পরে স্বামীর বাড়িতে

পাকিস্তান সমকালীন সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর

নাম সন্মেলনের মাধে বললেন উপরাষ্ট্রপতি

বাকু, ২৮ অক্টোবর (হিস.) : নাম সন্মেলনের মাধে ফের একে অপরের নিশানায় ভারত এবং পাকিস্তান। জম্মু-কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারার বিলোপের বিষয়টি ফের তুলতে মরিয়া পাকিস্তান। ২০১৬ সালের মতো এবারের অষ্টাদশ নির্জেট সন্মেলনে উপস্থিত ছিলেন না ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর বদলে এবার আজরাবাইজানের বাকুতে গিয়েছিলেন উপরাষ্ট্রপতি বেহাইয়া নাইডু।

একদিকে যেখানে ইসলামাবাদের দাবি, কাশ্মীর ইস্যুতে ভারত তা করে ছে তা পুরোপুরি বোকাইনি, নীতিবিরুদ্ধ এবং গর্হিত। ঠিক তখনই অন্যদিকে, নয়াদিল্লির পালটা-পাকিস্তান আদপে সমকালীন সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, আন্তর্জাতিক মাধে সাধারণত নাম না করে, খানিকটা পরোক্ষভাবেই পাকিস্তানকে তুলোথোনা করেছে ভারত। এমনকি সীমান্ত-সন্ত্রাসের মতো বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়েও পাকিস্তানকে সরাসরি আক্রমণের পথ এড়িয়ে গিয়েছে নয়াদিল্লি। কিন্তু নির্জেট সন্মেলনের (নাম সন্মেলন) মুতমেন্টে বা নাম সামিট) মাধে সেই নিয়মেরও ব্যতিক্রমের সাক্ষী রইল। কারণ, সন্মেলনে উপ-রাষ্ট্রপতি বেহাইয়া নাইডু নাম করেই পাকিস্তানকে 'সমকালীন সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর' বলে অভিহিত করলেন। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের মতো এবারের



আগরতলায় আনন্দময়ী আশ্রমে দীপাবলির সন্ধ্যা। ছবি নিজস্ব।

আজ দ্বিতীয় ভাই-বোনের ভালবাসার বন্ধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর। ভাইফেঁটা হিন্দুদের একটি চিরন্তন স্মৃতিস্তম্ভ উৎসব। এই উৎসবের নাম "আত্মদ্বিতীয়া"। ভাই-বোনের ভালবাসার বন্ধন অনন্তকাল অটুট রাখার জন্য বংশপরম্পরায় এই বিশেষ উৎসব পালিত হয়।

ভাই-বোনের নিঃস্বার্থ ও স্বর্গীয় ভালবাসার প্রতীক এই ভাইফেঁটা আমাদের মনে শান্তি, সৌভাভ্যবোধ এবং ঐক্যের এক চমকপ্রদ আবেশ সৃষ্টি করে। কার্তিক মাসের শুক্লা পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে ভাই ফেঁটা হয়ে থাকে। দেশের বহু অঞ্চলে এই উৎসব ভাইদুজ নামেও পরিচিত। হিন্দু পঞ্জিকা

মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে পর পর দুই মহিলার স্বর্ণালঙ্কার ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর। সাতসকালে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে পর পর দুই মহিলার গলা থেকে স্বর্ণের ছেইন ছিনতাইয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তির চাঞ্চল্য ছড়াল রাজধানীতে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় এইদিন সকালে রাজধানীর জয়নগর এলাকার বাসিন্দা পুতুল সিংহ দাস প্রাতঃভ্রমণে বের হন। জয়নগর নবাবদায় সংঘ ক্লাবের সম্মুখে আসতেই দুই ছিনতাইকারী বাইক করে আসে। প্রথমে এক ছিনতাইকারী পুতুল সিংহ দাসের মাথায় পিস্তল ঠেকায়। তখন অপর ছিনতাইকারী পুতুল সিংহ দাসের গলা থেকে স্বর্ণের ছেইন জরকরে ছিনিয়ে নেয়।

তারপর তারা পালিয়ে যায়। তাদেরকে আটক করার চেষ্টা করে ঘটনাস্থলের অদূরে থাকা অপর দুই মহিলা। কিন্তু তাদেরকেও পিস্তল ঠেকিয়ে ছিনতাইকারীরা বাইক নিয়ে পালিয়ে যায় বলে জানান পুতুল সিংহ দাস ছিনতাইকারীরা পালিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তা ভুল করে জয়নগরস্থিত উপেন্দ্র পাড়ার গলি রাস্তায় ঢুকে পড়ে। তখন এলাকার বাসিন্দা শিপ্রা বনিক নিজ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ছিনতাইকারীরা শিপ্রা বনিককে প্রশ্ন করে

সুস্থ আছেন বাদল, পলাতক ওয়াই পি সিং, প্রাক্তন পূর্তকর্তা জেল হেফাজতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর। পূর্ত যোটারায় অভিযুক্ত প্রাক্তন পূর্তকর্তা গ্রেফতার হলেও অসুস্থতার কারণে তিনি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তবে, আজ তিনি অনেকটাই সুস্থ, চিকিৎসকের উদ্ভূতি দিয়ে এ-কথা জানানেন স্পেশাল পিপি রতন দত্ত। তাঁর কথায়, বাদল চৌধুরীকে হাসপাতাল ছুটি দিলেই তাঁকে আদালতে তোলা হবে। তবে, প্রাক্তন পূর্তকর্তা সুনীল ভৌমিককে আজ সোমবার আদালতে সোপর্দ করে দেবে পুলিশ। আজ তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হলে পিপি সুনীল ভৌমিককে এসডিজেএম আদালতে সোপর্দ করে। আগামী ৩০ অক্টোবর

পূর্ত যোটারায়

স্পেশাল কোর্টে শুনানি হবে। এদিকে, ওই যোটারায় অপর অভিযুক্ত পূর্ত দফতরের প্রাক্তন পূর্তকর্তা সিং পলাতক বলে তিনি দাবি করেছেন। কারণ, আদালতে ক্রাইম গ্রেফতার পরোয়ানা জারি হলেও পুলিশ তাকে খুঁজে পাচ্ছে না, বলেন রতন দত্ত।

আজ পূর্ত যোটারায় অভিযুক্ত প্রাক্তন পূর্তকর্তা সুনীল ভৌমিককে আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ। পিপি রতন দত্ত জানিয়েছেন, সুনীল ভৌমিককে গ্রেফতার করা হলে তিনি পুলিশ রিমাণ্ডে অসুস্থ

জিবিতে ডায়ালাইসিস নিয়ে দুর্ভোগে রোগীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর। রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিতে ডায়ালাইসিস করতে এলে রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনরা চরম দুর্ভোগে পোহাতে বাধ্য হচ্ছেন। এজন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ এনেছেন অনেকেই। রোগীকে নির্ধারিত সময়ে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলেও নির্ধারিত সময়ে ডায়ালাইসিস নির্ধারিত সময়ে ডায়ালাইসিস শুরু করা হচ্ছে না।

রাজ্য সরকার কিডনিজনিত সমস্যায় জর্জরিত রোগীদের কথা মাথায় রেখে বিনামূল্যে ডায়ালাইসিস করার ব্যবস্থা করেছে। সরকারের সং মানসিকতা ও উদ্দেশ্য থাকলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত একাংশ কর্মীর গাফিলতি ও খামখেয়ালিপনার কারণে রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনরা চরম দুর্ভোগে পোহাতে বাধ্য হচ্ছেন। সোমবার সকালে জিবি হাসপাতালে দেখা গিয়েছে এরই বাস্তব চিত্র। বিশালগড়, খোয়াই সহ অন্যান্য দূরদূরান্ত থেকে ডায়ালাইসিস করানোর জন্য কিডনির রোগীরা আসেন রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিতে। তাদেরকে সকাল ৮টার মধ্যে হাসপাতালে এসে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।

প্রত্যেকেই আগাম সময় নিয়ে আসেন ডায়ালাইসিস করানোর জন্য। অথচ হাসপাতালে এসে ঘণ্টার

বিজ্ঞান ও গণিতে আগ্রহ বাড়তে নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কলারশিপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর। বিজ্ঞান বিষয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়তে নবম শ্রেণীতে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এমর্মে রাজ্য মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার, বেসরকারী, সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত এবং সেন্ট্রাল স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের এই স্কলারশিপের আওতায় আনা হবে।

মোট ছাত্রছাত্রীর ১৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রীকে ১৫ মাসের জন্য এই স্কলারশিপ দেওয়া হবে।

শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ সোমবার এই সংবাদ দিয়ে জানিয়েছেন, অল ইন্ডিয়া টেলেন্ট সার্চ এজেন্সির মাধ্যমে অংশগ্রহণ করার জন্য এই উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। মূলতঃ ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান বিষয়ে তথ্য বিজ্ঞান ও গণিতের প্রতি আগ্রহ বাড়তেই এই পক্ষেপ। এই দুটি বিষয় যাতে ছাত্রছাত্রীরা একাংশ শ্রেণীতে নিতে পারে তারজন্য এই পরিকল্পনা।

শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, রাজ্যের স্কুলগুলিতে বর্তমানে নবম শ্রেণীতে পড়াশুনা করছে ৭৫ হাজার ১৩৪ জন ছাত্রছাত্রী। এর মধ্যে সরকারী স্কুলে ৬৫

হাজার ১৮৪ জন, সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলে ৩ হাজার ৮৯২ জন, সেন্ট্রাল স্কুলে ৮২২ জন এবং বেসরকারী স্কুলে ৫ হাজার ২৩৬ জন ছাত্রছাত্রী নবম শ্রেণীতে পড়াশুনা করছে। আকের তারিখে ১০-১১ শতাংশ ছাত্রছাত্রী মাত্র এই দুটি বিষয় বাছাই করে। কিন্তু এখন থেকে নতুন প্রকল্পে ১৫ শতাংশ তথা প্রায় ১১ হাজার ২৭০ জন ছাত্রছাত্রীকে পেশাল কোর্সে দেওয়া হবে সপ্তাহে চার ঘণ্টা লাগাতর ১৫ মাস।

এর জন্য অভিভাবকরা শিক্ষকদের বাছাই করতে পারবেন যেখানে তাদের ছেলেমেয়েদের এজেন্ট ক্লাস দিতে চান। এবং এর জন্য এই শিক্ষককে ৫০০ টাকা প্রতি ঘণ্টার জন্য দেওয়া হবে। এই সাথে ছাত্রছাত্রীদেরও ১৫ মাস পর্যন্ত প্রতিমাসে ৫০০ টাকা করে দেওয়া হবে। এই প্রকল্পে রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত ব্যয় হবে ২ কোটি ৩৫ লক্ষ ৯ হাজার ৫০০ টাকা। রাজ্য সরকার এই মর্মে পরীক্ষা নেমে আগামী ডিসেম্বরে।

শিক্ষামন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, একবার যদি কোন ছাত্রছাত্রী অল ইন্ডিয়া

দীপাবলি উৎসবে আলোর রোশনাই আনন্দে মেতে উঠল গোটা রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর/ আগরতলা, ২৮ অক্টোবর। শ্যামা মায়ের আরাধনা এবং দীপাবলি উৎসবে আলোর রোশনাই ও উদ্দেশ্যে মেতে উঠেছে সারা ত্রিপুরা। একাধিক পিঠের মধ্যে একপিঠ উদয়পুরে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে মঙ্গল আর্পিত দিয়েই সূচনা হয় উৎসবের। দীপাবলি উৎসব উপলক্ষে রবিবার ভোরে ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের কল্যাণ সাগরের পাড়ে আয়োজিত মঙ্গল আর্পিতে অংশ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মঙ্গল আর্পিতে ৫১ জন চাকি, ৫১ জন পুরোহিত অংশ গ্রহণ করেন।

ওইদিন ভোর ৪টা ৩০ মিনিটে মুখ্যমন্ত্রী মন্দিরে এসে পৌছলে শুরু হয় এই ভক্তি বিনয় মঙ্গল আর্পিত দর্শন। শুরুতেই প্রায় পাঁচ শতাধিক মহিলা পটবস্ত্র পরিধান করে হাতে প্রদীপ নিয়ে আলোর উৎসবকে স্বাগত জানিয়ে আর্পিতে অংশ গ্রহণ করেন। উপস্থিত পূণ্যার্থীগণ এই আর্পিত উপভোগ করেন। প্রায় ৩০ মিনিট ধরে এই আর্পিত চলে। মঙ্গল আর্পিতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন পবন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, মুখ্যসচিব ইউ ভেক্টেশ্বর, মেলা কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, গোমতী জিলা পরিষদের সভাপতি স্বপন অধিকারী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী নিতি দেব, গোমতী জেলার জেলাশাসক টি কে দেবনাথ, পুলিশ সুপার এ আর রেড্ডী সহ অন্যান্য পদস্থ অধিকারিকগণ। উল্লেখ্য, যে এই রকম মঙ্গল আর্পিত মাতাবলি দীপাবলি অনুষ্ঠানে প্রথম বারের মতো আয়োজিত হয়।

ইন্দ্রনগর কালীবাড়িতে কুমারী পূজা



মন্দির নগরী উদয়পুরের মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির সংলগ্ন সাংস্কৃতিক মাধে দীপাবলি উৎসব ও মেলার শুভ উদ্বোধন করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ৫১ পীঠের অন্যতম ত্রিপুরাসুন্দরী মায়ের মন্দির। দীপাবলি উৎসব ও মেলা উপলক্ষে এই পবিত্র পীঠস্থানে দেশ-বিদেশের নানা প্রান্তের অগণিত ভক্ত, সন্ত ও পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয় নি। তাঁর কথায়, ত্রিপুরাসুন্দরী মা হলেন শক্তির প্রতীক ও একতার উৎস। ত্রিপুরাসুন্দরী মায়ের ভূমি যথেষ্ট উর্বরা-সর্বশ্রেষ্ঠ ভূমি। মায়ের আশীর্বাদে আমরা সমস্ত অশুভ শক্তিকে নাশ করে, সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে সমৃদ্ধশালী ত্রিপুরা গড়ার সংকল্প নিয়ে কাজ করে চলাচ্ছি, বলেন তিনি।

ওইদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নারী নির্ভরমুখ, অষ্টাচারমুক্ত, ক্ষমামুক্ত ত্রিপুরা ও সাসমুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে এক চ্যালেঞ্জ নিয়ে সরকার কাজ করছে। আলোর উৎসবে দীপাবলি আমাদের সকলের জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে। মায়ের আশীর্বাদে আগামী দিনে রাজ্য হয়ে উঠবে বৈভবশালী, পূর্ণ হবে মডেল ত্রিপুরা রাজ্য গড়ার স্বপ্ন। তিনি বলেন, ত্রিপুরা মন্দির ট্রাস্ট, বৈষ্ণোদেবী মন্দির ট্রাস্ট, কামাঙ্ক

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

মনে হয় শ্রাবস্তীর সঙ্গে বন্ধুত্ব আর থাকবে না



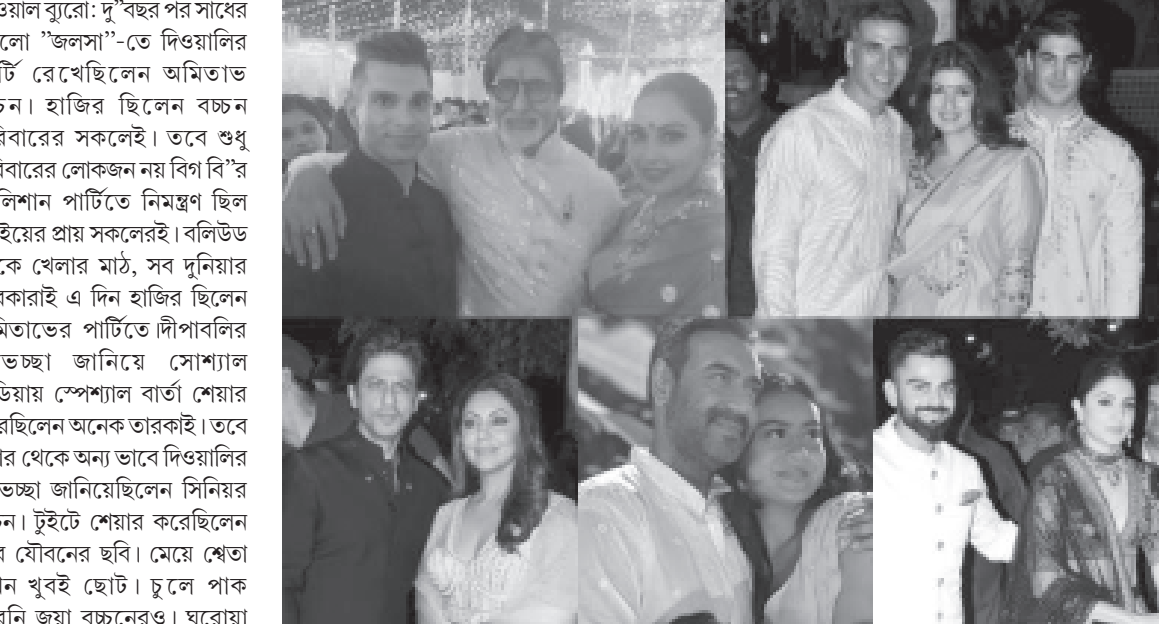
সৌগত চক্রবর্তী: আবার ফিরে এলে টেলিভিশনের রিয়্যালিটি শো নিয়ে। কেমন লাগছে? খুব ভাল তো লাগছেই। একই রকম কাজ করতে করতে একটু স্বাদ বদল হলে কার না ভাল লাগে? এর আগে 'ডাঙ্গি ডাঙ্গি টুইঙ্কল স্টার'-এ সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলাম। 'ডাঙ্গ বাঙা ডাঙ্গ'-এর কয়েকটা পর্বে বিচারক হিসেবে ছিলাম। ছোটদের নাচের রিয়্যালিটি শোয়ের বিচারক হিসেবে কোনও চাপ অনুভব করছেন? চাপও তা আছেই। আসলে ফুলের মতো সব ছেলেমেয়ে। আমার তো ইচ্ছে সবাই শেষ পর্যন্ত থাকুক। কিন্তু তা তো হবার নয়। তাদের নম্বর দিতে হবে। সেই নম্বরের ভিত্তিতে তাদের বাদ যেতে হবে। এটা ইচ্ছা চাপে। তবে আমার হাতে ওরা প্রত্যেকেই অনেক ভাল নম্বর পাবে। তারপর তো 'মহাগুরু' মিঠুননা আছে। মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে তো খুব

ছোটবেলায় অভিনয় করেছি 'ভাগ্যদেবতা' ছবিতে। তারপর 'লে হালুয়া লে' ছবিতে। মানুষটাকে কেমন লাগে? সেটা তো ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমাকে খুবই ভাল বাসেন যে আমার বিয়েতেও এসেছিলেন। বারবার নানা পরামর্শ দিয়েছেন। আমাকে নিজের হাতে রান্না করেও খাইয়েছেন। খুব খারাপ লেগেছিল যখন একটা বড় সময় ধরে উনি বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। সেই সময় মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে আপনার যোগাযোগ ছিল? না। প্রথম প্রথম চেষ্টা করেছিলাম যোগাযোগ করতে। কিন্তু নম্বর লাগছিল না। পরে যাদের সঙ্গে ওর পরিচয় থাকা সম্ভব বলে ভেবেছিলাম তাঁদের সবার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। কিন্তু ওরাও কিছু বলতে পারেননি। তো ভাবলাম, যে মানুষটা নিজেই নিজেকে এরকমভাবে বিচ্ছিন্ন করে

রেখেছে, নিশ্চয়ই তার কোনও কারণ আছে। তাঁকে সেভাবেই থাকতে দেওয়া ভাল। তবে আবার উনি ফিরে আসায় আমার খুব ভাল লাগছে। এবার তো টেলিভিশনেও আপনার সঙ্গী শ্রাবস্তী। খাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব ভিত্তি অভিনয় করেছেন। আপনাদের বন্ধুত্বও বেশ ভাল। কেমন লাগছে? আর মনে হয় বন্ধুত্বটা থাকবে না। আমি যতই ছোট ছেলেমেয়ে গুলোকে বেশি নম্বর দিতে যাব, শ্রাবস্তী ততই নম্বর কমাবে। ও বিচারক হিসেবে খুবই কড়া। যতই বলব, থাক না, যেতে দে। ফুলের মতো সব বাচ্চা। একটু দরজা হতে শেখ। ততই ও গম্ভীর মুখে বলবে, এটা তো একটা কম্পিউশন। কাজেই এর থেকেই বন্দুকের ভাঙন হবে বেশ বুঝতে পারছি। ডাঙ্গ ডাঙ্গ জুনিয়রের কি গুটিং আরম্ভ হয়ে গেছে? প্রেমোর গুটিং হয়ে গেছে। মুম্বইতে। কলকাতায় ১২ তারিখ থেকে গুটিং শুরু হবে। আপনি তো প্রধানত মেন স্ট্রিম ছবিই অভিনয় করেন। কিন্তু সেই ছবি তো এখন চলছে না। কী ভাবছেন? সত্যিই, আমরা মেন স্ট্রিম ছবি বলতে যা বোঝায়, নাচ, গান, অ্যাকশনে ভরপুর একটা ছবি, সেরকম ছবিই একটা তাঁটা এসেছে ঠিকই। তবে, এই ধরনের ছবিই যে দিন শেষ সেটা এখনও বলা যায় না। আসলে দর্শকের রুচি এই মুহুর্তে বদলেছে। রোজ রোজ কী আর বিরিয়ানি খেতে ভাল লাগে? মাঝে মাঝে তো রাইসের অন্য প্রিপারেশন খেতেও ইচ্ছা করে। তাই দর্শকের রুচি অনুযায়ী আমরাও পাশ্চাত্যি। এই তো অভিনয়ভিত্তিক উদ্যোগ। এই তো '১৭ সেপ্টেম্বর' ছবিতে কাজ করলাম। একমুখ্য অন্য ধরনের ছবি। কোনও আকর্ষণ নেই। '১৭ সেপ্টেম্বর' ছবিতে তোমার অভিনীত চরিত্র কী বলতে চায়? আমার চরিত্রের নাম নীল। বেসিক্যালি এরকম চরিত্র পাশের বাড়িতেই দেখা যেতে পারে।

এতে একটা সোশ্যাল মেসেজও আছে। গ্রামের বাড়িতেই নীলের সঙ্গে পরিচয় লাভগর্য। সেখানেই ভুল্লাগা, প্রেম আর তারপর বিয়ে। তারপর চাকরি সূত্রে শহরে আসা। তারপর কিন্তু আস্তে আস্তে তারা ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে যাচ্ছে। কারণ তারা যে গাড়িতে চড়েছে, যে ফ্লাটে তারা থাকছে সবটাই ঋণের ওপর ভিত্তি করে। এটা কি মানুষের চাহিদা ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী হওয়ার কারণে এটা ঘটছে? নিশ্চয়ই। মানুষের চাহিদার তো শেষ নেই। দিন দিন তা বাড়ছে। আপনাদেরও চাহিদা আছে, আমারও চাহিদা আছে। আপনারও লাইফ টেনশন আছে, আমারও লাইফ টেনশন আছে। আপনি আপনার মতো ভাবেন, আমি আমার মতো ভাবি। কিন্তু এটা ঠিক আমরা কেউই সুখী নই। এবং অল্পত একটা কম্পিউশনে আমরা ছুটে চলেছি। ফলে দৌড়তে দৌড়তে আমরা ভুলে যাচ্ছি আমাদের প্রয়োজন ঠিক কতটুকু। সেটাই তুলে ধরা হয়েছে এই ছবিতে। কিন্তু ছবির নাম '১৭ সেপ্টেম্বর' কেন? আসলে এই ছবিতে এই তারিখটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই যে নীল আর লাবণ্য একে অপরের ভালবেসে বিয়ে করেছিল, সেই ভালবাসায় ফাটল ধরাল কিন্তু এই ই এম আই-এর চাপ। পরস্পর দূরে সরে যেতে লাগল তারা। আর এই দিনটিতেই তারা প্রথম ডিভোর্স ফাইল হাট করল। এখান থেকেই বলা যায় ছবির গল্প শুরু। পরিচালক অমিতাভ উদ্ভাচার্য বলছিলেন এই ছবিতে সোহমের হাত বেঁধে গুকে বন্ধির রিটে নামিয়ে দিতে চাই। কী বলবেন? (হেসে উঠে) মানে হয়তো উনি বলতে চেয়েছেন আমার এই চরিত্রের মধ্যে তথাকথিত 'নায়ক সোহম' সুলভ কোনও ব্যাপার নেই। আমি তো এই গুটিং টা বেশ উপভোগ করছি। দেখা যাক দর্শক কী বলেন।

বচনদের দিওয়ালি পার্টি, ২ বছর পর 'জলসা'-তে বসল চাঁদের হাট



দিওয়ালি পার্টিতে। শহরংখ-গৌরী, করণ জোহর, রানি মুখার্জীর পাশাপাশি মেয়ে নাইসা এবং ছেলে যুগকে নিয়ে পাটিতে হাজির ছিলেন কাঞ্জল-অজয় দেবগণ। এসেছিলেন বিপাশা বসু এবং বেশ জমকালো। এক ছাদের তলায় বসেছিল চাঁদের হাট। হাজির ছিলেন শিল্পপতি মুকেশ আশ্বানি এবং তাঁর স্ত্রী নীতা আশ্বানি। এসেছিলেন হরভজ সিং এবং গীতা বসু। তবে নজর কেড়ে ছিলেন বিরম্বা জুটি। ধবধবে সাদা পোশাকে বিরাট আর সব্যসাঁটার ডিজাইনার লেহেঙ্গায় অনুষ্কা মনিয়িং ছিল দারুণ বলিউডের প্রায় সকলেই এ দিন এসেছিলেন বচনদের

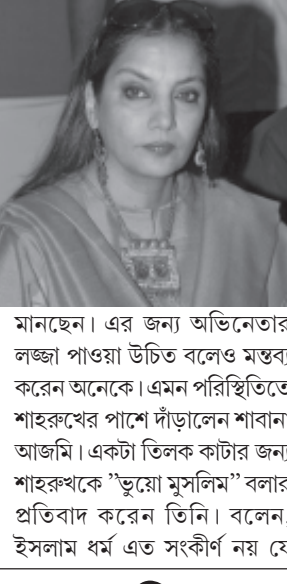
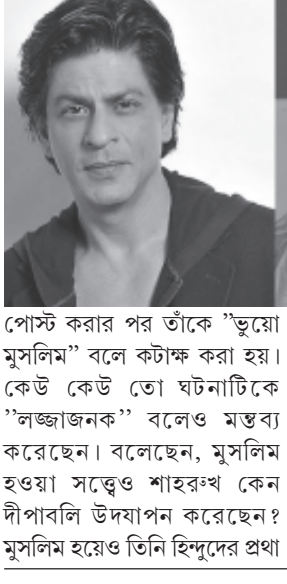
দিওয়ালি পার্টিতে। শহরংখ-গৌরী, করণ জোহর, রানি মুখার্জীর পাশাপাশি মেয়ে নাইসা এবং ছেলে যুগকে নিয়ে পাটিতে হাজির ছিলেন কাঞ্জল-অজয় দেবগণ। এসেছিলেন বিপাশা বসু এবং বেশ জমকালো। এক ছাদের তলায় বসেছিল চাঁদের হাট। হাজির ছিলেন শিল্পপতি মুকেশ আশ্বানি এবং তাঁর স্ত্রী নীতা আশ্বানি। এসেছিলেন হরভজ সিং এবং গীতা বসু। তবে নজর কেড়ে ছিলেন বিরম্বা জুটি। ধবধবে সাদা পোশাকে বিরাট আর সব্যসাঁটার ডিজাইনার লেহেঙ্গায় অনুষ্কা মনিয়িং ছিল দারুণ বলিউডের প্রায় সকলেই এ দিন এসেছিলেন বচনদের

দিওয়ালি পার্টিতে। শহরংখ-গৌরী, করণ জোহর, রানি মুখার্জীর পাশাপাশি মেয়ে নাইসা এবং ছেলে যুগকে নিয়ে পাটিতে হাজির ছিলেন কাঞ্জল-অজয় দেবগণ। এসেছিলেন বিপাশা বসু এবং বেশ জমকালো। এক ছাদের তলায় বসেছিল চাঁদের হাট। হাজির ছিলেন শিল্পপতি মুকেশ আশ্বানি এবং তাঁর স্ত্রী নীতা আশ্বানি। এসেছিলেন হরভজ সিং এবং গীতা বসু। তবে নজর কেড়ে ছিলেন বিরম্বা জুটি। ধবধবে সাদা পোশাকে বিরাট আর সব্যসাঁটার ডিজাইনার লেহেঙ্গায় অনুষ্কা মনিয়িং ছিল দারুণ বলিউডের প্রায় সকলেই এ দিন এসেছিলেন বচনদের

দিওয়ালি পার্টিতে। শহরংখ-গৌরী, করণ জোহর, রানি মুখার্জীর পাশাপাশি মেয়ে নাইসা এবং ছেলে যুগকে নিয়ে পাটিতে হাজির ছিলেন কাঞ্জল-অজয় দেবগণ। এসেছিলেন বিপাশা বসু এবং বেশ জমকালো। এক ছাদের তলায় বসেছিল চাঁদের হাট। হাজির ছিলেন শিল্পপতি মুকেশ আশ্বানি এবং তাঁর স্ত্রী নীতা আশ্বানি। এসেছিলেন হরভজ সিং এবং গীতা বসু। তবে নজর কেড়ে ছিলেন বিরম্বা জুটি। ধবধবে সাদা পোশাকে বিরাট আর সব্যসাঁটার ডিজাইনার লেহেঙ্গায় অনুষ্কা মনিয়িং ছিল দারুণ বলিউডের প্রায় সকলেই এ দিন এসেছিলেন বচনদের

ভূয়ো মুসলিম বলে কটাফ শাহরুখের পাশে দাঁড়ালেন শাবানা

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ফের বিতর্কে জড়ালেন শাহরুখ খান। সংকীর্ণ মানসিকতার শিকার হলেন তিনি। সম্প্রতি নিজের বাড়িতে দীপাবলি উদযাপন করেছেন শাহরুখ। গিয়েছেন বন্ধুদের দীপাবলি পার্টিতেও। আর সেই কারণেই নেটিভজনের রোষের শিকার হলেন তিনি। এমন পরিস্থিতিতে অভিনেতা পাশে পেলেন শাবানা



শাহরুখের পাশে দাঁড়ালেন শাবানা। শাহরুখের পাশে দাঁড়ালেন শাবানা আজমি। একটা তিলক কাটার জন্য শাহরুখকে 'ভূয়ো মুসলিম' বলার প্রতিবাদ করেন তিনি। বলেন, ইসলাম ধর্ম এত সংকীর্ণ নয় যে

দানায় দানায় গুর, তিসি-যাপন করলেই ডায়াবেটিস-ক্যানসারে মোক্ষম উপকার

রাড প্রেশার থেকে সুগার। ডায়াবেটিস থেকে ক্যানসার। সব রোগের মহৌষধ তিনি। এক চামচ তিসিবীজের প্রচুরপ্রাচীন। তিসি খান। তাহলেই হাজারো রোগ গায়েব। তিসির লাভ। মুখে দিলেই আহা। ধুই কি লাভু, হৈমেলের মশলায় তিনি অন্যতম। তিসির তেলের গুণ বলে শেষ করা যাবে না। তিসি বীজ ফাইবার, ওমেগা ত্রি ও ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিডের প্রধান উৎস। তিসি-তে কী কী পুষ্টিগুণ রয়েছে? ১০০ গ্রাম তিসি বীজে রয়েছে ৫৩৪ ক্যালরি, ১৮.২৯ গ্রাম আমিষ ২৭.৩ গ্রাম স্নেহ, ২৮.৮৮ গ্রাম শর্করা, ১.৬৪ মিলিগ্রাম থায়ামিন

০.১৬১ মিলিগ্রাম রাইবোফ্লাভিন, ৩৯২ মিলিগ্রাম ম্যাগনেসিয়াম, ৬৪২ মিলিগ্রাম ফসফরাস, ৮১৩ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম, ৪.৪৩ মিলিগ্রাম জিঙ্ক, ০.১৭৪ মিলিগ্রাম ম্যাঙ্গানিজ, ৬ মাইক্রোগ্রাম ফলেট। সত্যি বলতে কী, এত পুষ্টিগুণ খুব কম খাবারেরই আছে। তিসির গুণ জেনে নিন— ওজন কমায়ে— তিসির স্বাস্থ্যকর ফ্যাট ও আঁশ অনেককম পেট ভরে রাখে। ফলে কম খাবার খেলেও চলে। ওজন কমাতে প্রতিদিনের খাবার তালিকায় স্যুপ, স্যালাদ ও যে কোনও পানীয়ের সঙ্গে কয়েক চামচ তিসিবীজ খাওয়া যেতে পারে। খারাপ কোলেস্টেরল কমায়ে—

গবেষকদের দাবি, শরীরে ভাল কোলেস্টেরল বাড়ায় এবং খারাপ কোলেস্টেরল কমায় তিসিবীজ। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ— তিসিবীজ রক্তে চিনির মাত্রা কমায়। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখে। দৈনিক ১৫-২০ গ্রাম তিসি খেলে ডায়াবেটিস হওয়া ঝুঁকি কমে। হজমে সাহায্য— শরীরের দুসিত পদার্থবের কমে দেয় তিসি। অতিরিক্ত মেদ কমায়। কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি পেতে ১-২ টেবিল চামচ তিসিরতৈল ১ কাপ গাজরের রসের সঙ্গে নিয়মিত খেলে উপকার পাওয়া যায়। গ্যাস্ট্রিক ও আলসার উপকার পাওয়া যায়। ক্যানসার প্রতিরোধী — তিসিতে

প্রচুর ফ্যাটোঅক্সিডেন্টসেজেনিক লিগনান। এটা শরীরে ক্যানসারের কোষ গঠনে বাধা দেয়। স্কন, প্রস্টেট ও ভারিয়ান ও কোলন ক্যানসার প্রতিরোধ করে। হার্ট সুস্থ — তিসিবীজে রয়েছে আল ফা লিনোলিক অ্যাসিড। এটা হৃদরোগে প্রতিরোধ করে। তামাকের নেশা থেকে মুক্তি — প্রতিদিন লাফের পর অল্প একটু তিসি চিবালে তামাক বা অন্য নেশা থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে বলে দাবি গবেষকদের। সুন্দর ত্বক, চুল, নখ — প্রতিদিন ১ চামচ তিসি গুঁড়ো। চুল পড়া কমায়ে। স্কিন ও নাকে স্বাস্থ্যকর করে।

হীনমন্যতা স্থায়ী নয়, যেকোনো সময় নিজেকে বদলানো যায়

মনোকাথা আপনাদের পাতা। আপনার মনস্তাত্ত্বিক নানা সমস্যা সমাধানে আমরা রয়েছে আপনার পাশে। সমস্যা জানিয়ে জেনে নিন সম্ভাব্য সমাধান। মনোকাথার এক পাঠক জানিয়েছেন তার সমস্যার কথা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সমাধান জানানো হলো। আপনার সমস্যা

মনোকাথা আপনাদের পাতা। আপনার মনস্তাত্ত্বিক নানা সমস্যা সমাধানে আমরা রয়েছে আপনার পাশে। সমস্যা জানিয়ে জেনে নিন সম্ভাব্য সমাধান। মনোকাথার এক পাঠক জানিয়েছেন তার সমস্যার কথা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সমাধান জানানো হলো। আপনার সমস্যা

মনোকাথা আপনাদের পাতা। আপনার মনস্তাত্ত্বিক নানা সমস্যা সমাধানে আমরা রয়েছে আপনার পাশে। সমস্যা জানিয়ে জেনে নিন সম্ভাব্য সমাধান। মনোকাথার এক পাঠক জানিয়েছেন তার সমস্যার কথা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সমাধান জানানো হলো। আপনার সমস্যা

মনোকাথা আপনাদের পাতা। আপনার মনস্তাত্ত্বিক নানা সমস্যা সমাধানে আমরা রয়েছে আপনার পাশে। সমস্যা জানিয়ে জেনে নিন সম্ভাব্য সমাধান। মনোকাথার এক পাঠক জানিয়েছেন তার সমস্যার কথা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সমাধান জানানো হলো। আপনার সমস্যা

শুরুতেই দরকার সচেতনতা মানসিক প্রস্তুতি

যারা পরিবারে নতুন অতিথি আনার কথা ভাবছেন, বিষয়তার অন্য মানসিক রোগ এড়াতে তাদের শুরুতেই সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। গবেষণায় দেখা গেছে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে ও পরে বিষয়তা, উদ্ভিগতাসহ অন্যান্য মানসিক রোগ হওয়ার ঝুঁকি পুরুষের ক্ষেত্রে কম নয়। বরং কখনও কখনও একই।

মানসিক স্বাস্থ্য গবেষক ডা: লায়না লিচ ও ৪৩ টি আলাদা আলাদা গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন, সন্তান জন্মানোর আগেও পরে ১০ জন পুরুষের মধ্যে একজন পুরুষ উদ্ভিগত এবং বিষয়তাসহ অন্য মানসিক সমস্যায় ভোগেন। যা নারীর

উইনিভার্সিটি সেন্টার ফর এজিং, হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিংয়ের এই গবেষণক আরও বলেন, সাধারণত পুরুষরা এ ধরনের সমস্যা উপলব্ধি করতে পারেন না। কারণ সন্তান জন্ম বিষয়টির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকেন মা। আর গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে বিষয়টি জটিল হয়ে যেতে পারে। অনেক দম্পতির ক্ষেত্রেই পরিবারে নতুন অতিথি আসার বিষয়টির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া বেশ কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম অবস্থায় 'নার্সিং' হওয়াটা স্বাভাবিক হলেও, উদ্ভিগত ও বিষয়তাসহ দীর্ঘস্থায়ী হলে তা সন্দেহজনক।

সামান্য বিষয়ে বিতর্ক হয়ে যাওয়া বা সার্বিক বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তা হওয়া। শারীরিক লক্ষণগুলো হলো হৃদস্পন্দন বেড়ে যাওয়া, ঘেমে যাওয়া, ঘুম কমে যাওয়া ও ক্ষুধা কমে যাওয়া। লিচ'র মতে, মানসিক সমস্যা এড়াতে দম্পতির মধ্যে চিকিৎসক এবং প্রতীপের সঙ্গে আলোচনা করে। সচেতন হওয়া দরকার। মা গর্ভবতী বিষয়টি বুঝতে পারার পর থেকেই সব প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। পাঠ্যপুস্তক এবং প্রতীপের সঙ্গে আলোচনা করে। সচেতন হওয়া দরকার। মা গর্ভবতী বিষয়টি বুঝতে পারার পর থেকেই সব প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। পাঠ্যপুস্তক এবং প্রতীপের সঙ্গে আলোচনা করে। সচেতন হওয়া দরকার।



প্রিমিয়র লিগের অ্যাওয়ে ম্যাচে জয়ে ফিরল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৮ অক্টোবর (হিস.) : চার ম্যাচ পর প্রিমিয়র লিগে জয়ে ফিরল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। অ্যাওয়ে ম্যাচে নরউইচ সিটিকে ৩-১ গোলে হারান ওলে গানার সোক্ষজায়েরের দল। গোল করলেন ম্যাকটোমিনে, রাশফোর্ড এবং মাশিয়াল। সেইসঙ্গে ১০ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করে লিগ টেবিলে সাত নম্বরে উঠে এল 'রেড ডেভিলস'। অবশেষে কাটল অ্যাওয়ে ম্যাচে জয়ের খরা। জোড়া পেনাল্টি নষ্ট এদিন বড় হয়ে দেখা দিতেই পারত। কিন্তু মরশুমের সেরা পারফরম্যান্সে জোড়া পেনাল্টি মিসও গৌণ হয়ে গেল ম্যাচ শেষে। ইংলিশ স্ট্রাইকার মার্কাস রাশফোর্ডের নেওয়া প্রথম স্পটকিক বিপক্ষ গোলরক্ষক টিম ক্রানলের দস্তানায় আটকে যাওয়ার আগেই এদিন ম্যাচে লিড নিয়ে নেয় ২০ বারের লিগ জয়ীরা। একইসঙ্গে প্রথম ক্লাব হিসেবে প্রিমিয়র লিগে ২০০০ গোলের মাইলস্টোন স্পর্শ করে ম্যান ইউ। ডানপ্রান্তিক আক্রমণ থেকে ভেসে আসা একটি বল নরউইচ রক্ষণে প্রতিহত হলে ফিরতি বল জালে রাখেন স্কট ম্যাকটোমিনে। এরপর ৩০ মিনিটে ডানিয়েল জেমসের বাড়ানো লম্বা

বল ধরে ঠান্ডা মাথায় ব্যবধান ২-০ করেন রাশফোর্ড। আওয়ান গোলরক্ষকের নাগাল এড়িয়ে দুরন্ত টোকায় ব্যবধান ৩-০ করেন ফরাসি স্ট্রাইকার। বলা যেতে পারে হ্যামস্ট্রিং ইনজুরি সারিয়ে ফ্রেঞ্চম্যানের অন্তর্ভুক্তিতেই এদিন বদলে যায় ম্যান ইউ আপস্টের চেহারা। লিগের অন্য ম্যাচে পিছিয়ে পড়েও ঘরের মাঠে টটেনহামকে পরাজিত করল লিগ শীর্ষে থাকা লিভারপুল। অ্যানফিল্ডে এদিন ম্যাচের ৫ মিনিটে অধিনায়ক হ্যারি কেনের দুরন্ত হেডারে ম্যাচে লিড নেয় টটেনহাম। বিরতির পর অধিনায়ক হেন্ডারসনের দুরন্ত ভলিতে ম্যাচে সমতায় ফেরে লিভারপুল। এরপর ৭৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে জয়সূচক গোল করে লিভারপুলকে পুরো ভিন পয়েন্ট এনে দেন মোহাম্মেদ সালাহ। এই জয়ের ফলে লিগের মগডালে থাকা ১০ ম্যাচে রেডস'দের পয়েন্ট সংখ্যা বেড়ে হল ২৮। দ্বিতীয়স্থানে থাকা ম্যান সিটির চেয়ে পরিষ্কার ৬ পয়েন্টে এগিয়ে জুর্গেন ক্লুপের ছেলেরা।

দশম বাসেল খেতাব জয় করলেন রজার ফেডেরার

বাসেল, ২৮ অক্টোবর (হিস.) : ফের ভেলকি দেখালেন রজার ফেডেরার। রবিবার অস্ট্রেলিয়ার প্রতিপক্ষকে হারিয়ে কেরিয়ারের দশম বাসেল খেতাব জিতে নিলেন তিনি। দেশের মাটিতে একসময় এই টুর্নামেন্টে বল বয়ের ভূমিকায় দেখা যেত খুঁদে ফ্রেডিকে। সেই ফ্রেডিই বড় হয়ে এই টুর্নামেন্টের ফেভারিট হয়ে ওঠেন। আর এই নিয়ে দশ-দশবার বাসেল ট্রফি ঘরে তুললেন তিনি। রবিবার অস্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্স ডি মিনরকে ৬-২, ৬-২ স্ট্রোক সেটে উড়িয়ে দিয়ে অবিশ্বাস্য সাফল্য পান স্প্যানিশ তারকা। ২০ বছরের অজি প্রতিপক্ষকে ষষ্ঠাধিকারের মধ্যেই পরাজিত করেন তিনি। ম্যাচ শেষে যখন ট্রফি হাতে তুলছেন, তখন আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ফেডেরারের জন্য হাততালি দিচ্ছেন তাঁর ভক্তরা। ৯ হাজার দর্শকের থেকে এমন ভালবাসা পেয়ে আর আবেগ ধরে রাখতে পারলেন না ২০টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক। চোখের কোণ জলে ভিজল তাঁর। এই জয়ের সঙ্গে টেনিস কেরিয়ারের ১০০ নম্বর ট্রফিটি ঘরে তুললেন ৩৮ বছর বয়সি ফেডেরার। মার্কিন তারকা জিভি কোনোসের রেকর্ড সংখ্যক (১০৯) এটিপি খেতাব থেকে আর মাত্র ছ'খাপ দূরে টেনিস সম্রাট। চলতি মরশুমে দুবাই, মায়ামি এবং হ্যালের পর এই নিয়ে চার নম্বর ট্রফি জিতলেন ফ্রেড এক্সপ্রেস।

কেনিয়াকে হারিয়ে প্রথমবার টি-২০ বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করল পাপুয়া নিউ গিনি

নিউ পাপুয়া গিনি, ২৮ অক্টোবর (হিস.) : ইতিহাস গড়ল পাপুয়া নিউ গিনি। কেনিয়াকে ৪৫ রানে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বক্রিকেটে জয়গা করে নিল। ২০২০ অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা টি-২০ বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করল আসাদ ভাল্লা নেতৃত্বাধীন দ্বীপ রাষ্ট্রটি। কেনিয়াকে হারানোর পাশাপাশি নেদারল্যান্ড বনাম স্কটল্যান্ড ম্যাচের ফলাফলের উপর নির্ভর করছিল জো ডুয়েস প্রশিক্ষণাধীন পাপুয়া নিউ গিনির বিশ্বকাপে সরাসরি যোগ্যতা অর্জনের বিষয়টি। বিশ্বকাপে সরাসরি যোগ্যতা অর্জনের জন্য স্কটল্যান্ডের ছুঁড়ে দেওয়া ১৩১ রানের লক্ষ্যমাত্রা এদিন ১২.৩ ওভারে অতিক্রম করতে হত ডাচদের। কিন্তু ম্যাচ জিতলেও লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে ১৭ ওভার খরচ করে নেদারল্যান্ড। তাই কেনিয়াকে ৪৫ হারানোর সঙ্গে সঙ্গে নেট রান-রেটে ডাচদের টপকে আগামী বছর বিশ্বকাপে

সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলে পাপুয়া নিউ গিনি। এদিন দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে কেনিয়ার বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বড়সড় ব্যাটিং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয় ৮০ লক্ষ জনবসতির ছোট দ্বীপ রাষ্ট্রটিকে। মাত্র ১৯ রানে ৬ উইকেট খুঁয়ে বসে তাঁরা। এরপর সপ্তম উইকেটে সেসে বাউ ও নরমান ভানুয়ার ৭৭ রানের জুটিতে ভর করে ম্যাচে ফেরে পাপুয়া নিউ গিনি। ভানুয়ার ৫৪ রানে ভর করে স্কোরবোর্ডে ১১৮ রান তুলতে সমর্থ হয় তাঁরা। যদিও ১৯.৩ ওভারেই অল-আউট হয়ে যায় আসাদ ভাল্লা দল। এরপর বল হাতে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন পাপুয়া নিউ গিনি বোলাররা। ১৮.৪ ওভারে বিপক্ষকে মাত্র ৭৩ রানে অল-আউট করে ইতিহাস তৈরি করে তাঁরা। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার টিকিট নিশ্চিত করতে হলে নেদারল্যান্ডকে প্লে-অফ ম্যাচের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে।

দিনরাতের টেস্টে রাজি হবে বাংলাদেশ ?

বাংলাদেশকে আসছে সফরেই দিনরাতের টেস্ট খেলার আমন্ত্রণ জানিয়েছে ভারত। কলকাতার ইডেন গার্ডেনে আগামী ২২ নভেম্বর অনুষ্ঠয় সিরিজের শেষ টেস্টটি ফ্লাড লাইটের আলোতে খেলার আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব ইতিমধ্যেই পেয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশ কি আদৌ ভারতের প্রস্তাবে রাজি হবে? মনভেদে ভারতের মাটিতে দুই টেস্টের সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। এর মধ্যে গোলাপি বলে দিন-রাতের একটি টেস্ট আয়োজন করার কথা ভাবছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবও দিয়েছে তারা। এখন বাংলাদেশের ওপরই নির্ভর করছে কলকাতা টেস্টটি আদৌ দিনরাতের হবে কিনা। তবে বাংলাদেশ কি আদৌ এ প্রস্তাবে রাজি হবে? বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা কমিটির প্রধান সাবেক অধিনায়ক আকরাম খান জানিয়েছেন এ ব্যাপারে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি বোর্ড। সিদ্ধান্ত তো দুই রকমের কথা, গতকাল রোববার পর্যন্ত এ নিয়ে আলোচনাও নাকি হয়নি, 'বিসিসিআই আমাদের কাছে একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছে। টেস্ট সিরিজের দুই টেস্টের মধ্যে একটি টেস্ট দিনরাতের করার জন্য। আমরা এখনো এ নিয়ে সিদ্ধান্তে যাইনি। আমরা কিছুদিন এ প্রস্তাব নিয়ে ভেবে দেখব। তারপর আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানাব বিসিসিআইকে। বিসিসিআইয়ের কাছ থেকে চিঠিটা এসেছে কয়েক দিন আগেই। তবে এখনো বিসিবি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না নেওয়ার ক্রিকেট পাড়ায় গুঞ্জন বাংলাদেশে হয়তো ভারতের প্রস্তাবে রাজি না-ও হতে পারে। এর মূল কারণ হতে পারে প্রস্তুতির অভাব। সঠিক প্রস্তুতি ছাড়া গোলাপি বলে ও ফ্লাডলাইটে ভারতের মতো একটি শক্তিশালী দলের বিপক্ষে খেলতে নামা বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত হবে কিনা, সেটা নিয়ে সন্দেহ আছে অনেকের মধ্যেই। বিসিবি এর আগেও গত ফেব্রুয়ারি মাসে নিউজিল্যান্ড সফরে দিনরাতের টেস্ট খেলতে রাজি হয়নি। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের কাছ থেকে প্রস্তাব পাওয়ার পর সিদ্ধান্ত নিতে যথেষ্ট সময় পেয়েছিল বিসিবি। এবার ভারতের কাছ থেকে প্রস্তাব এসেছে একেবারে শেষ সময়ে। রাজি না হলেও বিষয়টা হয়তো খুব বেশি দিন বুলিয়ে রাখবেন না বাংলাদেশের ক্রিকেট প্রশাসকেরা। সূত্র জানিয়েছে, আজ-কালের মধ্যেই এ ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত ভারতীয় বোর্ডকে জানিয়ে দেওয়া হবে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই বাংলাদেশের ক্রিকেট দলের কোচ, খেলোয়াড় ও সঙ্গীকর্মে সঙ্গীরা আলোচনা করা হবে। ২০১৫ সালে দিনরাতের টেস্ট চালু হলেও বাংলাদেশ-ভারত কেউই এখনো পর্যন্ত এটি খেলেনি। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট এর আগেও দিনরাতের টেস্টের প্রস্তাব পেয়ে তাতে রাজি হয়নি। গত বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ঘরের মাঠে দিনরাতের টেস্ট আয়োজন করতে চেয়েছিলেন বিসিসিআইয়ের সে সময়ের সচিব অমিতাভ চৌধুরী।

মোহনবাগানের খেলা একদিন পিছিয়ে গেল

ঢাকা, ২৮ অক্টোবর (হিস.) : মোহনবাগানের খেলা একদিন পিছিয়ে গেল। শেখ কামাল ফুটবল টুর্নামেন্টের সংগঠকরা দুপুরে মোহনবাগান কর্তাদের জানান, সোমবারের পরিবর্তে মঙ্গলবার খেলা হবে। অন্য সেমিফাইনালে চট্টগ্রাম আবাহনী সঙ্গে খেলা গোকুলামের। এই ম্যাচটা ছিল স্থানীয় সময় বিকেল পাঁচটায়। কিন্তু চট্টগ্রাম আবাহনী খেলতে রাজি হয় না। তারা জানায় সন্ধ্যা সাতটার আগে মাঠে নামবে না। তখন সংগঠকরা বাধ্য হয়ে মোহনবাগানের খেলা একদিন পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সোমবারের বদলে মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটায় খেলবে মোহনবাগান। ফাইনাল একদিন পিছিয়ে হবে ৩১ অক্টোবর। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী সাংবাদিক বৈঠকে ছিলেন মোহনবাগান কোচ ভিকুনা ও গোলকিপার দেবজিত মজুমদার। ম্যাচের আগের দিন যেভাবে সাংবাদিক বৈঠক হয়, তেমনিই ব্যবস্থা ছিল। সাংবাদিকদের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর নেন বাগানের

দুজন। সাংবাদিক বৈঠকে মালয়েশিয়ার দলের প্রশংসা করেন ভিকুনা। মোহনবাগান কোচ জানিয়ে দেন, তাঁরা মালয়েশিয়ার বেশ কয়েকজন ফুটবলারকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। যার মধ্যে একজন স্ট্রাইকার ও

মিডফিল্ডার আছে। মালয়েশিয়া দলটির আক্রমণভাগ যতটা মারাত্মক, ডিফেন্স ততটা নয়। গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে বসুন্ধরা দেখিয়ে দিয়েছে, আক্রমণ করলে তেরেদানকে চাপে ফেলা যায়। বসুন্ধরা সেদিন না জিতলেও

সুযোগ পেয়েছিল বেশি। আগের ম্যাচের দলকে খেলাতে পারেন ভিকুনা। ধনচন্দ্রের পায়ের পাতায় চোট। তাঁর খেলা নিয়ে সামান্য সংশয়। বাকিরা ফিট থাকলেও ব্যতিক্রম গুরজিন্দর, নাওগেরন। দু'জনেই খেলবেন না।

অবশেষে মাঠে গড়াল বাংলাদেশ-শ্রীলংকা ম্যাচ

প্রথমবারের মতো বরিশালে যুব পর্যায়ের টেস্ট ম্যাচ। এমন উপলক্ষেই কিনা বৃষ্টির বাঁধা! মাঠে পানি জমে যাওয়ায় বরিশালে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যকার অনূর্ধ্ব-১৯ দলের প্রথম দুদিনের খেলা মাঠে গড়াতে পারেনি। অবশেষে আজ ম্যাচটি শুরু হতে পেরেছে। তবে তৃতীয় দিনেও খেলা খুব বেশি দূর গড়াতে পারেনি। খেলা থামার আগে ৩ উইকেটে ১৫৫ রান তুলেছে শ্রীলঙ্কা অনূর্ধ্ব-১৯ দল। মাঠ খেলার উপযোগী হওয়ায় শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত স্টেডিয়ামে দুপুর আড়াইটায় খেলা শুরু হয়। এর আগে টেসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় শ্রীলঙ্কা। ম্যাচ রেফারি এ এস এম রকিবুল হাসান জানিয়েছিলেন, যতক্ষণ আলো থাকবে ততক্ষণ খেলা চলবে। দিনের আলো শেষ হওয়ার আগে ৩৬ ওভার খেলা সম্ভব হয়েছে। আগামীকাল মঙ্গলবার নির্দিষ্ট সময়ের আধখণ্ডা আগে খেলা শুরু হবে। আজ দুপুর ২টায় আনুষ্ঠানিকভাবে খেলার উদ্বোধন করেন বরিশাল সিটি করপোরেশনের মেয়র সেরনিয়াবাত সাহিক আবদুল্লাহ। এদিকে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক ম্যাচকে ঘিরে দুপুর ১২টা থেকেই বরিশাল শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে ক্রিকেটপ্রেমী দর্শকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। খেলা শুরুর আগে স্টেডিয়ামের দক্ষিণ পাশের গ্যালারি কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। প্রথমবারের মতো বিনা টিকিটে এ খেলা দেখতে পেয়ে উচ্ছ্বসিত দর্শনার্থীরা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণুবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

বিজেপি কর্মীর মৃত্যুতে অগ্নিগর্ভ আরামবাগ

হুগলি, ২৮ অক্টোবর (হি.স.) : তৃণমূল বিজেপি সঙ্ঘর্ষের জেরে এক বিজেপির কর্মীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রবিবার থেকেই অগ্নিগর্ভ রয়েছে আরামবাগ। সোমবার মৃতদেহ পৌঁছাতেই ফের উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। ঘটনাস্থলে আসে বিজেপির রাজ্য নেতা সায়ন্তন বসু। পুলিশ যদি কোন ব্যবস্থা না নেয় তাহলে আরামবাগে তৃণমূলীদের কোন ঘরবাড়ি থাকবে না এদিন আরামবাগে এসে এমনি ছংকার দিলেন বিজেপির রাজ্য নেতা সায়ন্তন বসু। বিজেপি কর্মীর খুনের ঘটনায় সোমবার মৃতদেহ নিয়ে একটি শোকযাত্রা করল বিজেপি কর্মী সমর্থক আর এই শোকযাত্রা তে হাজির ছিলেন রাজ্যের বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসু। এদিন কলিঙ্গ চত্বরে এলাকায় মৃতদেহ নিয়ে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা একটি সব যাত্রা বার করেন এবং যাত্রাতে शामिल হয়েছিলেন কয়েকশো বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেজন্য বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। উল্লেখিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, আরামবাগ এন্ডপিও থেকে গুরু করে বিভিন্ন পুলিশকর্তারা। তবে বিজেপি কর্মীর খুনের ঘটনায় পাল্টা প্রতিশোধ নিতে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে ভাঙের চালায় বলে অভিযোগ তৃণমূলের অন্যান্য কর্মী এই ঘটনায় তিন জন বিজেপি কর্মীকে আটক করলেও বিজেপি কর্মী খুনের ঘটনায় চার জনকে গ্রেফতার করেছে আরামবাগ থানার পুলিশ।



সহ হয়ে উঠার পর সোমবার প্রাক্তন পূর্তকর্তা সুনীল ভৌমিককে আদালত সোপর্দ করেছে পুলিশ। ছবি- নিজস্ব।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর, কাল উপত্যকা পরিদর্শন

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে এল ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ২৮ সদস্যের প্রতিনিধি দল। সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে প্রতিনিধিদের কথাবার্তা হয়। সূত্রানুসারে জানা গিয়েছে, আগামীকাল মঙ্গলবার ওই প্রতিনিধি দল জম্মু ও কাশ্মীর পরিদর্শনে যেতে পারে। ওয়াশিংটনে রাষ্ট্রসঙ্ঘের এক বৈঠকে অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেন জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি সম্পর্কে। গত আগস্টে জম্মু ও কাশ্মীরের 'স্পেশাল স্ট্যাটাস' তুলে নিয়ে তাকে দু'টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় সরকার। মার্কিন বিদেশ মন্ত্রকের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া সংক্রান্ত ভারপ্রাপ্ত সহ-সচিব অ্যালিস জি ওয়েলস জানিয়েছিলেন, জম্মু ও কাশ্মীরের তিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সহ রাজনৈতিক নেতা ও স্থানীয় বাসিন্দাদের আটক করার বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। যদিও এর আগে আমেরিকা জানিয়েছিল, জম্মু ও কাশ্মীরে সরকারের পদক্ষেপ ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। কেন্দ্র আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে জানিয়ে দিয়েছিল জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে তারা পদক্ষেপ করছে।

কর্তারপুর করিডরে তীর্থযাত্রীদের সহজ যাতায়ত করতে পদক্ষেপ পাকিস্তানের

লাহোর, ২৮ অক্টোবর (হি.স.) : কর্তারপুর করিডরে আসার পরে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় শিখ তীর্থযাত্রীদের যেন বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে না হয়, এজন্য পাকিস্তানের তরফে তৈরি করা হয়েছে ৮০টি অভিবাসন কেন্দ্র। প্রসঙ্গত, ক'দিন আগেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কর্তারপুর করিডর নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানকের জীবনের অন্তিম সময় কেটেছিল গুরুদ্বার দরবার সাহিব, যা বর্তমানে পাকিস্তানে অবস্থিত। কর্তারপুর করিডর দিয়ে সেখানে পৌঁছাবেন তীর্থযাত্রীরা। এজন্য তাঁদের কোনও ভিসা লাগবে না। চুক্তি অনুযায়ী, দৈনিক ৫,০০০ ভারতীয় তীর্থযাত্রীকে পাকিস্তানে যেতে দেওয়া হবে। কথিত, গুরুদ্বার দরবার সাহিবের জীবনের অন্তিম ১৮ বছর কাটিয়েছিলেন গুরু নানক। পাকিস্তানের তরফে তীর্থযাত্রীদের জন্য তিনটি প্রবেশপথ বানানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অন্য একটি গেট দিয়ে আবার ভারতীয় তীর্থযাত্রীরা ভারতে ফিরবেন। ফেডারেল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি বা এফআইএ তীর্থযাত্রীদের তালিকায় 'ক্রিয়ারেস' দেবে তাদের ভারতে আসার ১০ দিন আগে। তীর্থযাত্রীদের পাসপোর্ট স্ক্যান করা থাকবে। বিশেষ বাসে করে পাকিস্তানি সেনার উপস্থিতিতে তাঁদের পৌঁছে দেওয়া হবে গুরুদ্বার দরবার সাহিব। সেখানে চোকার আগে পাকিস্তানি ও ভারতীয় সব তীর্থযাত্রীদেরই বায়োমেট্রিক স্ক্রিনিং করা হবে। এই একই গেট দিয়ে তাঁরা বেরিয়ে আসবেন। যে তীর্থযাত্রীর নাম 'কালো তালিকা'য় রয়েছে, তিনি প্রবেশের অনুমতি পাবেন না। জিরো পয়েন্টে প্রত্যেক তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে ২০ মার্কিন ডলার করে নেওয়া হবে।

ভুবনেশ্বরে বাজি ফাটানো নিয়ে বচসার জেরে যুবককে কুপিয়ে খুন

ভুবনেশ্বর, ২৮ অক্টোবর (হি.স.) : ওড়িশার ভুবনেশ্বর জেলার সুন্দরপাড়া এলাকায় বাজি ফাটানো নিয়ে বচসার জেরে এক যুবককে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল একদল লোকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে। রাস্তার ধারে অমরেশ নামের গুই যুবক ও তার বন্ধুরা বাজি ফাটানো করছিলেন। এমন সময় সেখানে একদল লোক আসে। তাদের মধ্যে বচসা শুরু হয়।

ছয় মিনিটের মধ্যেই যুবককে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সীমানা থেকে কেবল চার কিলোমিটার দূরত্বে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের নরওয়াল জেলায় অবস্থিত সেটি। যেদিন আসবেন সেদিন বিকেল পাঁচটার মধ্যেই ফিরে যেতে হবে তীর্থযাত্রীদের। একবার বেরিয়ে গেলে আবার ভিতরে প্রবেশের সুযোগ পাওয়া যাবে না বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানি শিখদের প্রবেশের জন্য আলাদা গেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁদেরও বায়োমেট্রিক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে।

পাক আকাশসীমা ব্যবহার করতে না দেওয়ায় আন্তর্জাতিকস্তরে অভিযোগ জানাল ভারত

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি.স.) : আকাশসীমা ব্যবহারে বাধা দেওয়ায় এবার পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান পরিবহন সংস্থায় টেনে নিয়ে গেল দিল্লি। রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিমানকে পাক আকাশসীমা ব্যবহার করতে না দেওয়ায় ইন্টারন্যাশনাল সিভিল অ্যাভিয়েশন অর্গানাইজেশন (আইসিএও)-কে বিষয়টি জানানো হয়েছে। সোমবার সৌদি-সফরে যাওয়ার কথা মৌদীর। একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যসভায় যোগ দেওয়ার কথা তাঁর। সৌদির যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমানের সঙ্গেও আলাদা করে কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী। সৌদি আরবের বার্ষিক বিনিয়োগ ফোরামের মূল বক্তাও মৌদী। একটি সরকারি সূত্র জানিয়েছে, "ভিডিওআইপি বিশেষ বিমান যাকে সাধারণ ক্ষেত্রে অন্য যে কোনও দেশ আকাশসীমা ব্যবহার করতে দেয়, তাকে পাকিস্তানের আকাশসীমা ব্যবহার করতে বাধা দেওয়াটা দুঃখজনক। আইসিএও-র নির্দেশিকা অনুযায়ী অন্যান্য দেশগুলির আকাশসীমা ব্যবহার করতে দেওয়াটা নিয়ম। তবে পাকিস্তান তা না দেওয়ায় বিষয়টি আমরা সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান পরিবহন সংস্থায় জানিয়েছি।" আইসিএও-র চার্টারে বলা আছে, যুদ্ধ পরিস্থিতি ছাড়া সাধারণ ক্ষেত্রে কোনও দেশকে আকাশসীমা ব্যবহার করতে বাধা দেওয়া যাবে না।

জম্মু কাশ্মীর এবং লাদাখ কেন্দ্রশাসিত রাজ্যের উপরাজ্যপালদের শপথ গ্রহণ আগামী ৩১ অক্টোবর

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর (হি.স.) : আগামী ৩১ অক্টোবর থেকে জম্মু কাশ্মীর এবং লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। ওইদিনই গিরিশচন্দ্র মুর্মু জম্মু-কাশ্মীরের প্রথম উপরাজ্যপাল (লেফটেন্যান্ট গভর্নর) এবং লাদাখের উপরাজ্যপাল (লেফটেন্যান্ট গভর্নর) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। কেন্দ্রশাসিত রাজ্য দুই রাজ্যের উপরাজ্যপালদের শপথ গ্রহণের প্রস্তুতি পর্ব শেষ হয়েছে। গিরিশচন্দ্র মুর্মু শ্রীনগরের রাজভবনে আর মাথুর লাদাখে শপথ গ্রহণ করবেন। রাজ্যপাল সত্যপাল মালিককে ইতিমধ্যে গোয়ার রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। গিরিশচন্দ্র মুর্মু বর্তমানে কেন্দ্রীয় বায়ু সচিব এবং লাদাখের উপরাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। কেন্দ্রশাসিত রাজ্য জম্মু-কাশ্মীরের প্রথম লেফটেন্যান্ট

গভর্নর হিসেবে গিরিশচন্দ্র মুর্মু এবং লাদাখের প্রথম উপরাজ্যপাল রাধাকৃষ্ণ মাথুর আগামী ৩০ অক্টোবর পৌঁছে যাবেন। সকাল চারটে নাগাদ লাদাখের প্রথম উপরাজ্যপাল রাধাকৃষ্ণ মাথুর আর ওইদিন দুপুর বারোটায় নাগাদ জম্মু-কাশ্মীরে উপরাজ্যপাল হিসেবে গিরিশচন্দ্র মুর্মুর শ্রীনগর রাজভবনের শপথ গ্রহণ করবেন। দুই কেন্দ্রশাসিত রাজ্যের জয়ের পাতায় দেখুন



ভাইফোঁটার প্রথম দিন ভাইদের ব্যস্ত বোন ফোঁটা দিতে। ছবি- নিজস্ব।

এক ক্লিকেই সম্পূর্ণ বাংলায় টাটকা খবর। প্রতিনিয়ত আপডেট পেতে দেখুন

Bengali News Portal
www.jagarantripura.com

মোবাইলে ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেই খবর পড়তে পারবেন

মানুষের চল নেমেছে বারাসত-মধ্যমগ্রাম এ, হিমশিম খেতে হচ্ছে পুলিশকে

বারাসত, ২৮ অক্টোবর (হি.স.) : উত্তর ২৪ পরগনার কালীপুঞ্জা মানেই বারাসত — মধ্যমগ্রাম। রবিবার রাত যত বেড়েছে মন্ডপে মন্ডপে মানুষের চল নেমেছে। ভিড় সামলানোর হিমশিম খেতে হচ্ছে পুলিশকে। আলোর মাল্যায় সেজে উঠেছে বারাসত — মধ্যমগ্রাম। পূজোর রাতে পাল্টে গিয়েছে অলিগলি। এবছর ভিডিওআইপি গেট না থাকায় খুশি দর্শনার্থীরা। উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সদর বারাসত। অধিকাংশ মন্ডপ ও অলিগলি সেজে উঠেছে চন্দনগরের আলোয়। নজর কাড়া প্যান্ডেলগুলো হল : কেএনসি রেজিমেন্ট : কেএনসি রেজিমেন্টের এবারের থিম 'বাংলার কালচারাল হেরিটেজ'। ৬০তম বার্ষিক এই পুজো মন্ডপ সেজে উঠেছে বেতের বৃষ্টি, পাট ও ফেলে দেওয়া বিভিন্ন গৃহসামগ্রী দিয়ে। নবপল্লি সর্জনীন ক্লাব : গুজরাতের বিখ্যাত সোমনাথ মন্দিরের আদলে গড়ে উঠেছে এই মন্ডপ। এই বছর এদের ৪০তম বর্ষ। রয়েছে প্রায় ৯০ ফুট উচ্চ সোমনাথ মন্দিরের রেখিকা।

৬৩তম বছরে পা দিয়েছে। দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত তিরুপতি মন্দিরের আদলে তৈরি হয়েছে মন্ডপ। আমরা সবাই ক্লাব: মায়ানমারের সোনার মন্দিরের আদলে মন্ডপ। উচ্চতা প্রায় ১১৪ ফুট কাঠ, প্রাই ও কাপড় দিয়ে তৈরি হয়েছে এই মন্ডপ। সম্পূর্ণ মন্ডপে রয়েছে সোনালি ছোঁয়া। এছাড়া রয়েছে শতদল সংখ্য, তরুছায়া, সাউথ ভার্টা, শক্তিমন্দির, রাইজিং স্টার্স, ছাত্রদল, যুগশোষ্ঠী ক্লাব, বালকবৃন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো মন্ডপ।

শব্দ বাজি ফাটানোর অভিযোগে পুলিশ ৪৫২ জনকে গ্রেফতার

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর (হি.স.) : দীপাবলির রাতে কলকাতা শহর সংলগ্ন এলাকায় শব্দ বাজি ফাটানোর অভিযোগে পুলিশ ৪৫২ জনকে গ্রেফতার করেছে। সোমবার কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। রবিবার রাত ১২ টা পর্যন্ত এই গ্রেফতারের পাশাপাশি ১১০৪ কেজি বেআইনি শব্দবাজি আটক করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কলকাতা পুলিশ বিভাগের কর্মীরা আগে থেকেই বিভিন্ন থানা এলাকায় ব্যবস্থা করে। পুলিশের বিশেষ দল বিভিন্ন এলাকায় তদারকি চালিয়ে শব্দবাজি আটক করেছে। পুলিশের সঙ্গে দৃশ্য নিয়ন্ত্রণ পরিষদের অধিকারিকরাও ছিলেন। বাজেয়াপ্ত করা শব্দবাজিগুলো ৯০ ডেসিবলের বেশি বলে পুলিশ জানিয়েছে।